প্রথম আলো

তারিখ ... 4 NOV. 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ২ কলাম ... ৩ ...

জেএসসি পরীক্ষা

ঝরে পড়ার সংখ্যা শূন্যে নিয়ে আসতে হবে

সারা দেশে আজ যে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (জেএসসি) শুরু হতে যাচ্ছে, তাতে ২০০৯ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সবাই অংশ নিতে পারছে না। কেননা, ইতিমধ্যে ঝরে গেছে দুই লাখ ১৭ হাজার ৩৮৮ জন শিক্ষার্থী। ওই বছর প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল [illegible] লাখ ২০ হাজার ৫৪ জন। কিন্তু এবার জেএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে ১৪ লাখ দুই হাজার ৬৬৬ জন শিক্ষার্থী।

এই যে প্রতিবছর বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের একাংশ ঝরে পড়ছে, এটি দেশ ও জাতির জন্য বড় ক্ষতি। ঝরে পড়াদের অনেকেই জীবনের তাগিদে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লিপ্ত হয়, মেয়েরা বাল্যবিবাহের শিকার হয়। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবারে জেএসসি ও জুনিয়র দাখিল মাদ্রাসা সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় ৪৭ হাজার শিক্ষার্থী বেড়েছে বলে যে হিসাব দিয়েছেন, তা আশাব্যঞ্জক নয়। এই সময়ে বিদ্যালয়বয়সী ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেড়েছে আরও অনেক বেশি। বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার কমায় শিক্ষা বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা আত্মতৃপ্তি লাভ করলেও আমরা আশ্বস্ত হতে পারছি না। ছয় থেকে ১১ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তির পাশাপাশি [illegible] পাঠক্রম শেষ করার বিষয়টি নিশ্চিত করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে সরকার পিছিয়ে পড়া এলাকায় উপবৃত্তি, পাইলট স্কিমের আওতায় দুপুরে শিক্ষার্থীদের নাশতা পরিবেশনের যে কর্মসূচি নিয়েছে, তার সুফলও পাওয়া গেছে। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ে পাঠদানের বিষয়টিও নিবিড় তদারকির আওতায় আনতে হবে। গরিব অভিভাবকদের আর্থিক প্রণোদনা দিতে হবে, যাতে তাঁরা সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে উৎসাহিত হন। বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা শূন্যে নিয়ে আসতে হবে। অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমিয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ালে দেশ অনেক বেশি লাভবান হবে।

এ বছর যারা জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে, আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই এবং সাফল্য কামনা করি। প্রতিবারের মতো এ বছরের জেএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে যাতে অনুষ্ঠিত হয়, সে ব্যাপারে শিক্ষক, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা প্রত্যাশিত।